49698 - নামায নষ্ট করলে সিয়াম কবুল হয় না

প্রশ্ন

নামায না পড়ে সিয়াম পালন করা কি জায়েয?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

বে-নামাযীরযাকাত, রোজা, হজ্জ ইত্যাদি কোনো আমলই কবুল হয়না।

ইমাম বুখারী (৫২০) বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

(مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ)

“যে ব্যক্তি আসরের নামায ত্যাগ করে তার আমল নিষ্ফল হয়ে যায়।”

“তারআমল নিষ্ফল হয়ে যায়”এর অর্থ হল: তা বাতিল হয়ে যায় এবং তা তার কোনো কাজে আসবে না। এ হাদিস প্রমাণ করে যে, বেনোমাযীর কোনোআমল আল্লাহ কবুল করেন না এবং বেনোমাযী তারআমল দ্বারা কোনভাবে উপকৃত হবেনা। তার কোনোআমল আল্লাহর কাছে উত্তোলন করা হবে না।

ইবনুল কায়্যিম তাঁর ‘আস-স্বালাত’ (পৃ-৬৫) নামক গ্রন্থে এ হাদিসের মর্মার্থ আলোচনা করতে গিয়েবলেন –“এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, নামায ত্যাগ করা দুই প্রকার:

(১) পুরোপুরিভাবে ত্যাগ করা।কোন নামাযই না-পড়া। এ ব্যক্তির সমস্তআমলবিফলে যাবে।
(২) বিশেষ কোন দিন বিশেষ কোন নামায ত্যাগ করা। এক্ষত্রে তার বিশেষ দিনেরআমল বিফলে যাবে। অর্থাৎ সার্বিকভাবেসালাত ত্যাগ করলে তার সার্বিক আমল বিফলে যাবে।আর বিশেষ নামায ত্যাগ করলে বিশেষ আমল বিফলে যাবে।” সমাপ্ত।

“ফাতাওয়াস সিয়াম” (পৃ-৮৭) গ্রন্থে এসেছে শাইখ ইবনউেছাইমীনকে বেনোমাযীর রোজা রাখার হুকুম সম্পর্কেজিজ্ঞেসে করা

হয়ছেলিো তনিি উত্তরে বলনে: বনোমাযীররোজা শুদ্ধ নয় এবং তা কবুলযোগ্য নয়। কারণ নামায ত্যাগকারী কাফরে, মুরতাদ।এর সপক্ষে দললি হচ্ছে-

আল্লাহ্ তাআলার বাণী:

[فَإِنْتَابُواوَأَقَامُواالصَّلاةَوَآتَوُاالزَّكَاةَفَإِخْوَانُكُمْفِيالدِّينِ] (التوبة : 9) 11

“আর যদি তারা তওবা কর,েসালাত কায়মে করে ও যাকাত দয়ে তবে তারা তোমাদরে দ্বীনি ভাই।”[৯ সূরা আত্ তওবা:১১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বাণী:

(بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ) رواه مسلم (82)

“কোন ব্যক্তরি মাঝে এবং শরিক ও কুফররে মাঝসেংযোগ হচ্ছসোলাত বর্জন।”[সহহি মুসলমি(৮২)]

এবং রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী –

الْعَهْدُالَّذِيبَيْنَنَاوَبَيْنَهُمْالصَّلاةُفَمَنْتَرَكَهَافَقَدْكَفَرَ) رواه الترمذي (2621) . صححهالألبانيفيصحيحالترمذي)

“আমাদরে ও তাদরে মধ্যে চুক্তি হলোনামাযরে।সুতরাং যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করল, সে কুফরি করল।”[জামে তরিমযিী (২৬২১), আলবানী ‘সহীহ আত-তরিমযিী’গ্রন্থে হাদসিটকিে সহহি বলে চহ্নিতি করছেনে]

এই মতরে পক্ষে সাহাবায়ে করোমরে ‘ইজমা’সংঘটতি না হলওে সর্বস্তররে সাহাবীগণ এই অভমিত পোষণ করতনে।

প্রসদ্ধি তাবয়েী আব্দুল্লাহ ইবনে শাক্বকি রাহমিাহুমুল্লাহ বলছেনে:“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সাহাবীগণ নামায ছাড়া অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরি মনে করতনে না।”

পূর্বোক্ত আলোচনার ভত্তিতিে বলা যায়, যদি কোন ব্যক্তি রোজা রাখ;ে কন্তিুনামায না পড়ে তবে তার রোজা প্রত্যাখ্যাত, গ্রহণযোগ্য নয় এবং তা কয়োমতরে দনি আল্লাহ্র কাছকেোন উপকারে আসবনো। আমরাএমন ব্যক্তকিে বলবো:আগে নামায ধরুন, তারপর রোজা রাখুন।আপনি যদনিামায না পড়নে, কন্তিু রোজা রাখনে তবে আপনার রোজা প্রত্যাখ্যাত হব;ে কারণ কাফররে কোন ইবাদত কবুল হয়না।” সমাপ্ত।

আল-লাজনাহ আদ্দায়মিা (ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটি)িকে প্রশ্ন করা হয়ছেলি(১০/১৪০): যদি কোন ব্যক্তি শুধুমাত্ররমজান মাসে রোজা পালনে ওনামায আদায়ে সচষ্টে হয় আর রমজান শষে হওয়ার সাথে সাথইেনামায ত্যাগ কর,ে তবে তার সয়িাম কি কবুল হব?ে

এর উত্তরে বলা হয়- “নামায ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম।সাক্ষ্যদ্বয়ের পর ইসলামের স্তম্ভগুলোর মধ্যএেটি সবচয়েে গুরুত্বপূর্ণ ও ফরজে আইন। যে ব্যক্তিএর ফরজয়িতকে অস্বীকার করকেংিবা অবহলো বা অলসতা করে তা ত্যাগ করল সে কাফরে হয়ে গলে। আর যারা শুধু রমজাননোমায আদায় করে ও রোজা পালন করে তবে তা হলো আল্লাহ্র সাথে ধোঁকাবাজি। কতইনা নকিৃষ্ট সসেব লোক যারা রমজান মাস ছাড়া আল্লাহ্কচেনেনো!রমজান ব্যতীত অন্য মাসগুলোতনোমায ত্যাগ করায় তাদরে সয়িাম শুদ্ধ হবনো। বরং আলমেদরে বশিুদ্ধ মতানুযায়ী নামাযরে ফরজয়িতকে অস্বীকার না-করলওে তারাবড় কুফরে লপি্ত কাফরে।” সমাপ্ত